এনডিআই/আইআরআই টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট মিশন

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

Technical Assessment Mission
IRI
NDI
Bangladesh 2024

NDI/IRI Joint Technical Assessment Mission (TAM) Final Report

Copyright © 2024 International Republican Institute (IRI) and National Democratic Institute (NDI).

Photo credits: Mariam Tabatadze

All rights reserved.

Portions of this work may be reproduced and/or translated for non-commercial purposes provided IRI and NDI are acknowledged as the source of the material and are sent copies of any translation. Send copies to:

Attention Communications Department
International Republican Institute
1225 Eye Street NW, Suite 800
Washington, DC 20005
info@iri.org

Attention Communications Department
National Democratic Institute
455 Massachusetts Ave, NW, 8th Floor
Washington, DC 20001

কার্যপদ্ধতি এবং মিশন সম্পর্কিত পর্যালোচনা

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট(এনডিআই)এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট(আইআরআই) সারা বিশ্বে নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলি নিরীক্ষণ এর জন্য পর্যবেক্ষক এবং কারিগরি বিশ্লেষক দল নিয়োগ করে এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করে।এই মিশন স্থানীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নীতিমালার ঘোষণা(এর ঘোষণা নীতিমালা),১ অনুযায়ী পরিচালিত হয় যা বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ৫৬ টি আন্তঃসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আগে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৩, আইআরআই এবং এনডিআই একটি প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন (পিইএএম) সম্পন্ন করেছে যে দলের সদস্য ছিলেন বনি গ্লিক(আইআরআই কো-চেয়ার), প্রাক্তন ডেপুটি ইউএসএআইডি প্রশাসক; কার্ল এফ ইন্ডারফারথ(এনডিআই কো-চেয়ার), দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সাবেক সহকারী মন্ত্রী; মারিয়া চিন আবদুল্লাহ, মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক সদস্য; জামিল জাফর,যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাবেক সহযোগী কাউন্সেল; জোহানা কাও, আইআরআই সিনিয়র ডিরেক্টর, এশিয়া-প্যাসিফিক বিভাগ; এবং মনপ্রীত সিং আনন্দ, এনডিআই এর আঞ্চলিক পরিচালক, এশিয়া-প্যাসিফিক।

পিইএএম এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের(ইসি)নির্বাচনী প্রস্তুতির একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা, রাজনৈতিক প্রতিযোগী, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজন এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রদর্শন করা।

পিইএএম; নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা; রাজনৈতিক স্পেকট্রাম জুড়ে দলের নেতারা; সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নাগরিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের নেতা সহ; সংসদের বর্তমান ও সাবেক নারী সদস্য; যুব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির প্রতিনিধি; মিডিয়া প্রতিনিধি; আইনি সম্প্রদায়ের সদস্য; এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি এবং কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। মিশনের সমাপ্তিতে পিইএএম পাঁচটি সম্পাদনযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচনী অংশীজনদের জন্য সুপারিশগুলি শান্তিপূর্ণ পথে একটি রোডম্যাপ হিসাবে অনুসরণ করার জন্য, স্বচ্ছ, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন, যার মধ্যে ১) মধ্যপন্থী রাজনৈতিক বক্তৃতা; ২) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা; ৩) অহিংসতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া; ৪) নির্বাচনে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা; এবং ৫) একটি অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

পিইএএম এর অনুসন্ধান এবং চলমান বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, এনডিআই এবং আইআরআই নির্বাচন সংক্রান্ত সহিংসতার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পরবর্তী বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন মিশন(টিএএম)নিয়োগ করেছে । এই পদ্ধতিতে টিএএম গঠন করার সিদ্ধান্তের পিছনে কারণ ছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সহিংসতার স্থায়ী এবং পদ্ধতিগত প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা । এনডিআই এবং আইআরআই নির্বাচনী সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করে যেকোন সহিংস কর্মকাণ্ড, শারীরিক আক্রমণ, ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, ভুল তথ্য এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য নির্বাচন চক্রের সময় যে কোনো সময়ে অনলাইনে বা সরাসরি ঘটছে। নির্বাচনী সহিংসতা বলতে আরও বোঝা যায় যে, যে কোন ধরণের ঘটনা যা যোগ্য নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা এবং ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে যেমন ভোটার, প্রার্থী এবং পর্যবেক্ষক।

টিএএম পদ্ধতিটি ডিজাইন করা হয়েছিল পিইএএম-এর সময় অংশীজনদের দ্বারা উত্থাপিত নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়ে উদ্বেগ রাজনৈতিক উন্নয়ন, এবং সামনের দিনগুলিতে পিইএএম পরবর্তী বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিবেশ তুলে ধরার জন্য। টিএএম-এর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় নির্বাচনী সহিংসতার চালক এবং সহিংসতার প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনের সময় নির্বাচনী সহিংসতা কমানোর গঠনমূলক সুপারিশ প্রদান করা । টিএএম এর অংশ হিসেবে চারজন দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষক(এলটিএ), একজন এলটিএ সমন্বয়কের নেতৃত্বে, ২০ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ১ এর মধ্যে বাংলাদেশে নিয়োগ করা হয়েছিল প্রাক-নির্বাচন (ডিসেম্বর ১, ২০২৩-৬জানুয়ারি,২০২৪) সময়কালে নির্বাচনী সহিংসতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গত ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করতে, নির্বাচনের দিন(৭ জানুয়ারি, ২০২৪), এবং নির্বাচন-পরবর্তী প্রেক্ষাপট (৮ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৪)। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- **রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান** – নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা ইউনিটসহ নির্বাচনের নিরাপত্তার তত্ত্বাবধানে জড়িত প্রধান রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা,
- **শারীরিক সহিংসতা** - রাজনৈতিক দল, তাদের সমর্থক এবং নাগরিকসহ অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ।
- **নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা** - নারী, যুব, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, লিঙ্গবৈচিত্র্য জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ।
- **তথ্য পরিবেশ এবং সহিংসতা** - সাংবাদিক এবং মিডিয়াকে লক্ষ্য করে সহিংসতার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের দ্বারা হুমকি, ভীতি প্রদর্শন এবং অনলাইন সহিংসতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

নির্বাচনের দিন এলটিএ সকলেই এনডিআই এবং আইআরআই-এর কারিগরি এবং দেশ বিশেষজ্ঞ দল থেকে অংশ নিয়েছিলেন । এলটিএ এবং এনডিআই/আইআরআই কর্মীরা নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতিপত্র পেয়েছেন। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের রেফারেন্স অনুযায়ী এই মিশন পরিচালিত হয়েছে।

পিইএম-এর মতোই, টিএএম নির্বাচন কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা; নিরাপত্তা কর্মকর্তা; বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সাংবাদিক; সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এ ছাড়া বিশেষ করে যুবক, নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু; এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মিশনসহ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময় করে। টিএএম সাক্ষাত্কারের পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন উত্স থেকে ডেস্ক গবেষণাও করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়গুলি নিরীক্ষা করতে এবং ফেজবুক এ নির্দিষ্ট সংবেদনশীল শব্দ খুজে বের করতে টিএএম সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং পদ্ধতি CrowdTangle এবং Newswhip ব্যবহার করেছে। নির্বাচনের দিন টিএএম, ঢাকা বিভাগে তাদের ফোকাস ক্ষেত্র অনুযায়ী সীমিত সংখ্যক ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। নির্বাচনের পর দিন, টিএএম অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করতে এবং নির্বাচন-পরবর্তী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। মিশন মূল্যায়ন বাস্তবায়নে কারোর কোন ক্ষতি না করা এই নীতিগুলি মেনে চলে এবং সাক্ষাত্কারগুলিকে কাঠামোবদ্ধ করে। যতটা সম্ভব অংশগ্রহণকারীদের উপর যেন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে জন্য সচেষ্ট ছিলেন।যাইহোক, টিএএম এই কাজ করতে উল্লেখযোগ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সমস্ত মূল্যায়নের সময় জুড়ে সরকারী নজরদারি ছিল , যা আন্তর্জাতিক বা নাগরিক পর্যবেক্ষণের নীতিগুলির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছু অংশীজনের সাক্ষাত্কারের সময় সরকারের সমালোচনা করার ভয় এবং টিএএম এর সাথে তাদের সংযোগের কারণে পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ।যদিও অংশীজনরা সাক্ষাৎকারের সময় সকল রাজনৈতিক পক্ষের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন প্রদান করেছে, নির্বাচনকে ঘিরে সংবেদনশীলতা তাদের এই অকপটে কথা বলার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে ।

আইআরআই এবং এনডিআই বাংলাদেশী ভোটার, নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রার্থী, রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বাগত ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ ।

ফলাফল এবং অগ্রাধিকার সুপারিশের সার সংক্ষেপ

অংশীজন প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে যে. ২০২৪ সালের নির্বাচনের সময়কাল, প্রচারের সময়কাল, নির্বাচনের দিনসহ অন্যান্য সময়ে, পূর্ববর্তী নির্বাচন চক্রের তুলনায় শারীরিক এবং অনলাইন সহিংসতা কম হয়েছে। এটি হয়েছে প্রাথমিকভাবে দেশব্যাপী কার্যকর নিরবাচনী প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতির কারনে এবং দেশের নিরাপত্তায় বাড়তি সরকারি নজর দেয়ায়। তা সত্ত্বেও, জানুয়ারির নির্বাচনের গুণগত মান ক্ষুণ্ন হয়েছে যেসব ঘটনার কারণে তা হল শাসক দল, এবং বিরোধীদের সহিংসতা, সেইসাথে একটি প্রাক-নির্বাচন পরিবেশ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় শূন্য-সমষ্টির রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সহিংসতা, নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচন, এবং বাক স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতার অবনতি।

নির্বাচনকালীন সময়ে, বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, নির্বাচনী নিরাপত্তার জন্য বাজেট বাড়ানো, দীর্ঘ সময়কালব্যাপি বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনসহ নিরাপত্তা ব্যাবস্থা তদারকি করার জন্য অ্যাডহক সমন্বয় ইউনিট গঠন। তারপরও অনেক অংশীজন অভিযোগ করেছে যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে সুবিধা দিতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান বারবার অসমভাবে নির্বাচনী বিধি প্রয়োগ করেছে। বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেফতার এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত বা ব্যাহত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা সন্তোষজনক ছিলনা, ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং এর ফলে নির্বাচনকালীন সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সম্পর্কে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছিল।

অ-রাষ্ট্রীয় ব্যাক্তিদের দ্বারা নির্বাচনী সহিংসতা প্রথমত দুই ভাবে ঘটেছে। যার প্রথম রূপটি ছিল প্রার্থী এবং সমর্থকদের প্রতিযোগিতার মধ্যে। নির্বাচনী এলাকায় প্রচারাভিযান-চালিত নির্বাচনী সহিংসতা যা সাধারণত আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ছিল, যদিও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সাবেক প্রার্থীদেরও টার্গেট করা হয়েছে। যেসব সহিংস ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখ্য ছিল সমর্থকদের গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, প্রচার মিছিলে হামলা, প্রচার কার্যালয় ধ্বংস বা অগ্নিসংযোগ, মৌখিক হুমকি, এবং ভাংচুর বা সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ। সহিংসতার দ্বিতীয় রূপটি চালিত হয়েছিল বিরোধীদের বয়কট প্রচেষ্টার দ্বারা, যদিও বিরোধী দল ধারাবাহিকভাবে অহিংসার আহ্বান করেছে, নির্বাচন ঠেকাতে এর সমাবেশ, অবরোধ এবং ধর্মঘটের কৌশলের কথা বলেছে। তারপরেও অগ্নিসংযোগ, শারীরিক হামলা, ভাংচুর, ভীতি প্রদর্শন সহ সহিংসতা মাঝে মাঝে ঘটেছে এবং একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যুও ঘটেছে।

প্রান্তিক গোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী এবং হিন্দুরাও নির্বাচনী সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। প্রতিবেদন এবং অংশীজনদের প্রতিক্রিয়ায় পাওয়া যায় যে, নারীদের লক্ষ্য করে নির্বাচনী সহিংসতা অতীতের তুলনায় কম ছিল। টিএএম দেখেছে যে বাংলাদেশের আইনি কাঠামো লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে , বিশেষ করে নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে। এতে প্রতীয়মান হয় যে শীর্ষ পর্যায়ের রাজনিতিবিদ ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে এবং তাদের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এই নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরা টিএএমকে বলেছে যে তারা অপমানিত হয়েছে এবং জনসমক্ষে এবং অনলাইনে হুমকি, বিশেষ করে পুরুষ প্রতিপক্ষ এবং তাদের অনুগামীদের কাছ থেকে, এবং বলেছেন যে রাষ্ট্র কর্মকর্তারা তাদের অভিযোগের জবাব দেননি। অংশীজনরা আরও উল্লেখ করেছেন যে নারী ভোটার ও অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীর ভোটাররা ভোট দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিল, যার মধ্যে উচ্ছেদ বা রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুমকি অন্তর্ভুক্ত ছিল । বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুরাও উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। উপলব্ধ থাকাকালীন প্রতিবেদন এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে যে বিগত নির্বাচনের তুলনায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে নির্বাচনী সহিংসতা কম ছিল, হিন্দু জনগোষ্ঠী এবারও উল্লেখযোগ্যভাবে ভীতি ও সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে বিশেষভাবে প্রচারণার সময়ে।

সবশেষে, তথ্য প্রবাহে ভিন্ন প্রবণতা দেখা গেছে। বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলিতে এবং ক্ষমতাসীন দল এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিবৃতি ও প্রতিবেদনের জন্য কিছু জায়গা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাইহোক, অংশীজনরা আরও উল্লেখ করেছেন যে সরকারের প্রতিশোধ নেওয়ার ভয়ের ফলে

মিডিয়া স্ব-সেন্সরশিপ করে। কথোপকথনকারীরা প্রায়শই ২০১৮ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং এর প্রতিস্থাপন, ২০২৩ সালে পাস করা সাইবার নিরাপত্তা আইন উদ্ধৃত করে সরকারের সংস্কারের আশ্বাস সত্ত্বেও স্ব-সেন্সরশিপএর দিকে ধাবিত হচ্ছে। সাংবাদিকরা নির্বাচনী প্রচারণা ও বিক্ষোভের সময় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীদের থেকে নির্বাচনী সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে।

অনলাইন তথ্যের জগতে, টিএএম দেখেছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে নির্বাচনের সময় হিংসাত্মক বক্তব্য অব্যাহত রয়েছে। টিএএম তাৎক্ষণিক প্রাক এবং পরবর্তী নির্বাচনকালীন সময়ে ফেজবুকে আপত্তিকর রাজনৈতিক বক্তব্যের একটি সীমিত সামাজিক মিডিয়া বিশ্লেষণ পরিচালনা করেছে। টিএএম যে আপত্তিকর বক্তৃতা পেয়েছে তা উভয় রাজনৈতিক দিক থেকেই এসেছে, তবে আ.লীগ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই বেশি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল, সেখানে বিএনপি প্রায়শই অপরাধী ছিল। টিএএম গবেষণা বিশ্লেষিত আপত্তিকর কথা এবং পোস্টের ছোট সেট দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু টিএএম গবেষণা ইঙ্গিত করে যে উভয় পক্ষই নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের শ্লেষাত্মক সোশ্যাল মিডিয়া পরিবেশে অবদান রেখেছিল।

সামগ্রিকভাবে ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী নির্বাচনের তুলনায় সহিংসতার মাত্রা কম ছিল বাড়তি নির্বাচনী নিরাপত্তা এবং পক্ষপাতমূলক প্রতিযোগিতার অভাবের কারণে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক এবং ঝুঁকি রয়ে গেছে। পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টিএএম নির্বাচনী সহিংসতা মোকাবেলায় ২৮ টি সুপারিশ করেছে, যা হল এই প্রতিবেদনের উপসংহারে বিশদ ভাবে বর্ণিত এবং নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি:

- অহিংস নির্বাচনী ব্যবস্হাপনা গড়ে তুলতে নিরবাচনী প্রক্রিয়ার সকল পক্ষ যেমন রাজনৈতিক দল, সরকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং নাগরিকসহ সকলকে নিরাচনী রাজনীতির নিয়ম, অনুশীলন এবং নিয়ম সংস্কারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ইচিত।
- নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনী সহিংসতা সম্পর্কিত মামলাগুলির দ্রুত ও স্বাধীন বিচার ও পর্যালোচনা প্রদানের জন্য আইনি কাঠামো আপডেট করার মতো নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনের স্বাধীনতা ও তদারকি উন্নত করা যেতে পারে।
- সরকারের উচিত বিদ্যমান আইনগুলোর প্রয়োগ উন্নত করা, যেমন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, যা ভোটারদের বিরুদেধ সহিংসতা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং অনলাইন জগৎসহ নাগরিক স্বাধীনতা এবং মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করে।
- সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমন এবং সহিংসতা প্রশমন প্রচেষ্টায় সরকারকে পরামর্শ দিতে নাগরিক সমাজের ভূমিকা থাকা উচিত।
- রাজনৈতিক নেতাদের উচিত তাদের দলে অহিংসার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং নির্বাচনী সহিংসতার জন্য বিশেষত সংখ্যালঘু ও মহিলাদের বিরুদ্ধে, দায়ী সদস্যদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা।

Technical Assessment Mission

IRI

NDI

Bangladesh 2024